স্বেচ্ছাশ্রমে নোয়াখালী জেলায় খাল খননে অগ্রগতি

খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ করার লক্ষে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে দেশব্যাপী সর্বস্তরের জনগণ দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে স্বেচ্ছাশ্রমে খাল খনন এবং পুনঃখনন প্রকল্পের কাজ দ্রুত-গতিতে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

এ জেলার রসুলপুর কুতুবপুর খাল খনন প্রকল্পের কাজ ২৮শে ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়েছে। খালটির দৈর্ঘ ১ মাইল। প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২০০ লোক খনন কাজে অংশ নিচ্ছেন। পুনঃখনন কাজ শেষ করতে প্রায় ৬,৩৩,০০০ ঘনফুট মাটি কাটার প্রয়োজন হবে, এ পর্যন্ত প্রায় ১,০০,০০০ ঘনফুট মাটি কাটা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে পার্শ্ববর্তী ২টি ইউনিয়নের প্রায় ৯০০ একর জমি সেচের আওতায় আসবে এবং অতিরিক্ত ৪,০০০ মণ ফসল উৎপন্ন হবে। ৩১শে জানুয়ারীর মধ্যে প্রকল্পটির কাজ শেষ করার সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে।

হাতিয়া

হাতিয়া থানার নলচিরা ইউনিয়নের জবারিয়া খাল খনন প্রকল্পের কাজ ৩রা ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়েছে। প্রকল্পটির দৈর্ঘ প্রায় ৩ মাইল। এ খাল খনন শেষ করতে প্রায় ৮০,১৯,৭০০ ঘনফুট মাটি কাটতে হবে। এ পর্যন্ত প্রায় ২২,০০,০০০ ঘনফুট মাটি কাটা হয়েছে। জবারিয়া খাল খনন প্রকল্পে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২,৫০০ লোক স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে অংশ নিচ্ছেন। এ খাল খনন প্রকল্পের কাজ শেষ হলে পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের প্রায় ৫,০০০ একর জমি সেচের আওতায় আসবে এবং অতি-রিক্ত ৫,০০,০০০ মণ ফসল উৎপন্ন হবে। এ প্রকল্পটি পানি সংরক্ষনাগার হিসাবে ব্যবহৃত হবে এবং এতে মৎস চাষেরও সুবিধা থাকবে। খনন কাজ ২৯শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ফেনী ও ছাগলনাইয়া।

এ থানা দুটোর অন্তর্গত ছিলোনিয়া খালখনন প্রকল্পের কাজ ১৮ই ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়েছে। এ প্রকল্প সম্পন্ন হলে মহুরী ও ছিলোনিয়া নদীর সংযোগ করা হবে। এ খালটির দৈর্ঘ প্রায় ৩ মাইল। এ খাল পুনঃখনন করতে প্রায় ৮১,৬৬,০৭৫ ঘনফুট মাটি কাটার প্রয়োজন হবে। এ পর্যন্ত প্রায় ৪,০০,০০০ ঘনফুট মাটি কাটা হয়েছে। এ প্রকল্প শেষ হলে প্রায় ১,৪০০ একর জমি সেচের আওতায় আসবে এবং ৮৪,০০০ মণ অতিরিক্ত ফসল উৎপন্ন হবে। ২১শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে পুনঃখনন প্রকল্পের কাজ শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ছাগলনাইয়া থানার বারমাসী-মধুছড়া খাল পুনঃখনন প্রকল্পের কাজ ২৮শে ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়েছে। এ খালটির দৈর্ঘ প্রায় আড়াই মাইল। এ প্রকল্প শেষ করতে প্রায় ৬,৩০,০০০ ঘনফুট মাটি কাটার প্রয়োজন হবে। এ মাটি কাটার কাজে সর্বস্তরের জনগণ অংশ নিচ্ছেন। এ পর্যন্ত প্রায় ৪০,০০০ ঘনফুট মাটি কাটা হয়েছে। এ প্রকল্প সম্পন্ন হলে শীত মওসুমে পানি সেচের মাধ্যমে প্রায় ১ হাজার একর জমিতে ১০,০০০ মণ অধিক ফসল ফলানো সম্ভব হবে।

লক্ষীপুর

লক্ষীপুর থানার ফেড়াখালী মধ্যচরখাল পুনঃখনন প্রকল্পের কাজ ২২ই জানুয়ারী থেকে শুরু হয়েছে। এ প্রকল্পটির দৈর্ঘ প্রায় ৩ মাইল। এ খাল পুনঃখনন কাজ সম্পন্ন করতে প্রায় ৪১,৩১,০০০ ঘনফুট মাটি কাটার প্রয়োজন হবে। প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৮০০ লোক খনন কাজে স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে অংশ নিচ্ছেন। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে প্রায় ৭০০ একর জমি সেচের আওতায় আসবে এবং ১০,০০০ মণ অধিক ফসল উৎপন্ন হবে। ১৫ই এপ্রিল এ প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে। খবর তথ্য বিবরণীর।